দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 21 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ভাষা-শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজ একুশে ফেব্রুয়ারী, ভাষা শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জাতি হিসেবে এই মহান দিবস আমাদের জন্য যেমন শোকের দিবস, তেমনি গৌরবের দিবস। মাতৃভাষার জন্য আমাদের ভাষা-শহীদদের আত্ম-উৎসর্গের ঐতিহ্য আজ সারাবিশ্বে কীর্তিত হচ্ছে। মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদান বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমাদের নজিরবিহীন আন্দোলন ও প্রাণদানের অনন্য ঘটনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও শেষ পর্যন্ত এসেছে ১৯৯৯ সালে। তারপর থেকে আমাদের ভাষা আন্দোলন ও ভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমাসিক্ত একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটি সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারী সেই চেতনা-উজ্জ্বল দিবস, যেদিন মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ১৯৫২'র এই দিনে শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলন ঠেকিয়ে দেয়ার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ অমান্য করে রাস্তায় নেমে আসেন। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। বাংলা ভাষার ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে সেই মিছিল প্রতিহত করতে সরকারের পুলিশ বাহিনী মিছিলে গুলীবর্ষণ করে। ঢাকার রাজপথ ভাষাপ্রেমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউরসহ নাম না জানা আরো অনেকে শহাদাত বরণ করেন। মাতৃভাষা বাংলার জন্য এই আত্মদান, এই শাহাদাত জাতির জন্য যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং সারাবিশ্বে মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের অবিস্মরণীয় চেতনাও ছড়িয়ে দিয়েছে।

আজকের এই মহান দিবসে আমরা সকল ভাষা-শহীদ, ভাষা-সৈনিকদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও আত্মদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাঁদের উদ্দেশে জানাই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা। সেদিনের সেই অর্জন নানাদিক দিয়েই ছিল অতি তাৎপর্যময়। বাংলা ভাষার জন্য সেই মহান আন্দোলন শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সার্বিকভাবে জাতীয় জীবনে অবিস্মরণীয় আবেগ ও চেতনা সঞ্চারিত করেছে। জাতিকে ঐক্যের চেতনা ও স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত করেছে। ভাষা আন্দোলনের প্রভাব এ জাতির জীবনে অনন্য অসাধারণ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আপন মহিমাতেই জাতীয় দিবসে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিণত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পেছনে একদিকে যেমন মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেতনা সক্রিয় ছিল, তেমনি অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষার চেতনাও প্রবহমান ছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষার প্রতিই শুধু নয়, সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতি অবজ্ঞা অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতিও লক্ষণীয় হয়ে ওঠেছিল। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পরবর্তীতে আমাদের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেছিল। এই আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় ঘটেছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এরপর সত্তরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকবাহিনী কর্তৃক নির্বিচার হত্যাকাণ্ড এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ভাষা আন্দোলন এ জাতির জীবনে এক অবিনাশী চেতনার নাম। এ আন্দোলন যেমন আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যের সূচক, তেমনি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা হিসেবে সক্রিয় ছিল। একুশের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রভাব অপরিসীম। স্বাধীনতার পরও জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি ছাড়াও শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি মননচর্চায়ও ভাষা আন্দোলনের চেতনা অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। গণতন্ত্রের বিকাশ অবারিত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই অপরিহার্য। জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ এবং আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তারও ঘটাতে হবে। ভাষা আন্দোলন জাতীয় জীবনে যে আবেগ-চেতনার ভিত্তি নির্মাণ করেছে, তার নিরিখেই এইসব ক্ষেত্রে সফল যাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যেমন প্রতি মুহূর্তে লালনের বিষয়, তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও প্রতিমুহূর্তে লালন ও প্রচেষ্টার বিষয়। এই বাস্তবতা সব সময় স্মরণে রাখা ছাড়া অগ্রগতি অর্জনের আর কোন বিকল্প নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, বাংলা ভাষাচর্চায় যেমন অভিনিবেশ দরকার, তেমনি বিশ্ব-দরবারেও নিজেদের যোগ্যতা-দক্ষতা প্রমাণে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভাষা আন্দোলন ও ভাষা-শহীদদের জাতীয় চেতনা ও আত্মত্যাগ থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরা আত্ম-উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারি। শহীদদের চেতনাকে ধারণ করতে পারলে, তাঁদের ত্যাগের মহিমাকে স্পর্শ করতে পারলে জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবোই। যে জাতি রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পেরেছে, সে জাতি মেধা, মনন ও কর্মে অগ্রগতি অর্জন করবে